বছরে ব্যয় ৫০০ কোটি ডলার

চাকরির বাজারে বিদেশি কর্মীর দাপট

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে বছরে ৫০০ কোটি ডলারের বেশি বিদেশে চলে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার গুণগতমানের ওপর জোর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

গতকাল বৃহস্পতিবার সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের তৃতীয় দিনে 'এলডিসি হতে বাংলাদেশের উত্তরণ ও প্রস্তুতি' বিষয়ক এক ওয়েবিনারে সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী এসব কথা বলেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে এই ওয়েবিনারের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ঢাকা চেম্বার সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

রপ্তানিমুখী পণ্য বহুমুখীকরণে জোর দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা হলেও কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হচ্ছে না। তবে সময় এসেছে বিষয়টিতে আরো বেশি হারে মনোযোগী হওয়ার।

তিনি বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনে কর্মসংস্থানের কোনো বিকল্প নেই। তাই আরো বেশি কর্মসংস্থানের জন্য দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে জোর দিতে হবে।

> দারিদ্র্য বিমোচনে কর্মসংস্থানের কোনো বিকল্প নেই। তাই আরো বেশি কর্মসংস্থানের জন্য দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে জোর দিতে হবে।
>
> **সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী**
> তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা

মঞ্জুর এলাহী বলেন, 'চামড়া ও পাদুকা খাতে ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশ নব্বইয়ের দশকে একই সঙ্গে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে ভিয়েতনাম ১৬-১৭ বিলিয়ন ডলারের ফুটওয়্যার পণ্য রপ্তানি করে, বিপরীতে আমরা মাত্র এক বিলিয়ন ডলারের ফুটওয়্যার পণ্য রপ্তানি করছি। শুধু যৌথ বিনিয়োগ ও নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেই ভিয়েতনাম তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।'

এ ছাড়া চামড়া ও ফুটওয়্যার খাতের উন্নয়ন এবং যৌথ বিনিয়োগ আকর্ষণে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বরাদ্দ করার জন্য সরকারের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি দেশের বিদ্যমান কর কাঠামোর আধুনিকায়ন ও সংস্কারের ওপর জোরারোপ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. আহমদ কায়কাউস বলেন, 'আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারাবাহিকতার পাশাপাশি বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়নে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে বেসরকারি খাতের সৃজনশীলতা আরো বেশি হারে কাজে লাগাতে হবে।' এ জন্য সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি। অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যে বাণিজ্যসচিব তপন কান্তি ঘোষ বলেন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা বাধাগ্রস্ত হবে। এতে রপ্তানি ব্যাহত হতে পারে। এ জন্য পণ্য উৎপাদনে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো, মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে হবে।

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বলেন, 'এলডিসি তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে আমাদের রপ্তানি ধরে রাখতে হলে স্থানীয় বাজার সক্ষমতা বৃদ্ধি, পণ্য বহুমুখীকরণ, মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন, সহায়ক নীতিমালা সংস্কার এবং তথ্য-প্রযুক্তি বিনিময় একান্ত অপরিহার্য।'